185

তারিখ ৭ APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

দৈনিক ইনকিলাব

এসএসসি প্রশ্নপত্র ফাঁসে জড়িত

৮ জনের পুরো গ্যাং পাকড়াও

স্টাফ রিপোর্টার ঃ এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত বিজি প্রেস থেকে ফাঁস হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঘটনার সাথে জড়িত পুরো গ্যাং ধরা পড়েছে। গ্যাং-এর ৮ জনকে বিজি প্রেস থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা বলেছে, ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে প্রশ্নপত্রের ২ ধরনের সেট ফাঁস করেছে।

গতকাল দুপুরের দিকে সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং সিআইডি যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে বিজি প্রেস থেকে ৮ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা বিজি প্রেসে বাইন্ডার পদে কাজ করে। এরা হলো— আমজাদ হোসেন ওরফে আক্তার, তোফাজ্জল হোসেন ওরফে পন্ডিত, সফিকুল ইসলাম, আব্দুল খালেক মিয়া, মোঃ শামসুল আলম বকুল, মোঃ ইউসুফ আলী, মোঃ কাওসার উদ্দিন ওরফে কছর ও মোঃ ইসহাক খান।

প্রশ্নপত্র ফাঁস করার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার জন্য স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি আব্দুর রহিম খান একটি টীম গঠন করে দেন। পুলিশ সূত্র জানায়, প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার ঘটনা চট্টগ্রামে ধরা পড়ায় ডিআইজি ব্যাপক অনুসন্ধান শেষে স্পেশাল ব্রাঞ্চের এস এস গোলাম কিবরিয়া, এএসপি আজগর আলীকে চট্টগ্রামে পাঠান। এই দু'কর্মকর্তা চট্টগ্রামে কাজ করছেন।

এদিকে সিটি এসবি'র এএসপি মোঃ খলিলুর রহমান ও সিআইডি সিটি জোনের এএসপি মোঃ খালেক উজ্জামান গত বুধবার বিজি প্রেসের বাইন্ডার মোঃ কামাল উদ্দিন ওরফে মুসা মিয়া ওরফে মানিক এবং পোর্টার আবুল হাশেমকে গ্রেফতার করেন। কামালের

১১-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

পুরো গ্যাং পাকড়াও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পিতার নাম মকবুল আহমেদ। বাড়ী চট্টগ্রামের মীরেরসরাই থানার সোনাপাহাড় এলাকায়। হাশেমের পিতার নাম সুজা মিয়া। বাড়ী ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া থানার পশ্চিম ছাগলনাইয়ায়।

পুলিশের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদের মুখে হাশেম স্বীকার করেছে যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করার মূল ব্যক্তি হচ্ছে কামাল। গতকাল কামালের দেয়া জবানবন্দীর সূত্র ধরে সিআইডি'র ইন্সপেক্টর নাসির উদ্দিন পাইককে সঙ্গে নিয়ে সিটি এসবি'র এএসপি মোঃ খলিলুর রহমান অভিযান চালিয়ে ৮ জনকে গ্রেফতার করেন। কামাল ৪০ হাজার টাকার বিনিময়ে 'ক' এবং 'খ' সেট প্রশ্ন ফাঁস করে। এই জন্য ৯ জনকে হাত করে। গতকাল যে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয় এদেরকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে বাকী ১০ হাজার টাকা নিজের কাছে রেখে দেয়। এই টাকা দিয়েছে মীরেরসরাই চিনকি আস্তানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল কাইয়ুম। মীরেরসরাই রাজীব ফার্মেসীর বাবুলের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফটোকপি করে বিক্রি করা হয়। শিক্ষক কাইয়ুম ও বাবুল পুলিশী দৃষ্টি এড়িয়ে থাকার জন্য আত্মগোপন করেছে।

মীরেরসরাই পুলিশ শিক্ষক কাইয়ুমের বাড়ীতে তল্লাশি চালিয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র উদ্ধার করেছে। শিক্ষকের মেয়ে এবার পরীক্ষা দিচ্ছে। এদিকে ঢাকায় কামালের বাড়ীতে অভিযান চালিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত ব্যাপারে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত চিঠি উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্র জানায়, গত বছর ডিসেম্বর মাসে বিজি প্রেসে প্রশ্নপত্র ছাপার কাজ শুরু হয়। সাড়ে ১২ লাখ প্রশ্ন ছাপার কাজে ১শ' ১৯ জন সম্পৃক্ত ছিল। বিজি প্রেসে প্রবেশ করার সময় ও বের হবার সময় চেক করা হয়। এই অবস্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁস করা হলো কিভাবে প্রশ্ন করে পুলিশ কামালের কাছ থেকে জবাব পেয়েছে। কামাল বলেছে, প্যান্ট ও সার্টের পকেটে একটা একটা করে প্রশ্ন নিয়ে ১০ জনই বের হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তারা মিলে 'ক' ও 'খ' সেট প্রশ্ন বাইরে নিয়ে আসে।

বাইন্ডাররা সংঘবদ্ধ হয়ে প্রশ্নপত্র নিয়ে এত কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হলো কি করে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। তবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে নিশ্ছিদ্র ছিল না তা প্রমাণ করেছে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনায়।